সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪২৯
WEEKLY BOOKLET:429

"তাফসীরে নূরুল ইরফান"

থেকে ৮৫টি মাদানী ফুল (পর্ব-৮)

কাকে আমলনামা দেওয়া হবে না ০৫
দীদারে ইলাহী ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শক্তি ০১
খোদাভীতির অনন্য উদাহরণ ১৫
সৎকর্মশীলদের সঙ্গ থেকে পালিয়ে যাওয়া বঞ্চিত হওয়া ১৮



উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"তাফসীরে নূরুল ইরফান"

থেকে ৮৫টি মাদানী ফুল (পর্ব-৮)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"তাফসীরে নূরুল ইরফান" থেকে ৮৫টি মাদানী ফুল (পর্ব: ৮)"** পাঠ করবে বা শুনবে, তার হৃদয়কে কুরআনের নূরে আলোকিত করুন এবং তাকে তার পিতামাতাসহ বেহেশতে (জান্নাতুল ফিরদাউসে) বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার দান করুন।
اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। আর যে আমার উপর দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। আর যে আমার উপর একশত বার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার দুই চোখের

www.dawateislami.net

মাঝখানে লিখে দেন যে, সে মুনাফেকী এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মু'জামুল আওসাত, ৫/২৫২, হাদিস: ২৭৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সূরা আত-তূর" থেকে প্রাপ্ত ৩টি সুন্দর কথা

(১) যে পাথর বা পাহাড়ের সাথে নবীর সম্পর্ক হয়ে যায়, সেটাও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৬২৯)

(২) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের জীবদ্দশায়, মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত কখনোই ত্যাগ করবেন না, কারণ ত্যাগ করা কাফেরদের জন্য। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৫৭)

(৩) সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, তাহাজ্জুদের নামায মেরাজের স্মৃতি-স্মারক। কারণ মেরাজও রাতের বেলায় নীরবে হয়েছিল, কোনো মানুষকে জানানো হয়নি। তাই তাহাজ্জুদ আদায়কারীর উচিত অত্যন্ত নীরবে, কাউকে না জাগিয়ে তা আদায় করা। আর ফজরের সুন্নাত কিছুটা অন্ধকারে আদায় করা। তারপর কিছু ইস্তিগফার ও আল্লাহর যিকির করা। আলো ফোটার পর ফজরের ফরয আদায় করা।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৫৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সূরা আন-নাজম" থেকে প্রাপ্ত ৬টি সুন্দর কথা

(১) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল কথা ও কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৩২)

www.dawateislami.net

﴾২﴿ প্রতিটি অশ্লীলতা একটি পাপ, কিন্তু প্রতিটি পাপ অশ্লীলতা নয়। অশ্লীল পাপ হলো যা মানবীয় বুদ্ধি মন্দ মনে করে এবং তা করতে লজ্জা পায়, যেমন চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৩৩)

﴾৩﴿ হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর আগে লোকেরা অন্যদের পাপের জন্যও অন্য কাউকে ধরে ফেলত, যেমন খুনির পরিবর্তে তার ছেলে বা ভাইকে হত্যা করত। হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এটা নিষেধ করেছেন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৩৪)

﴾৪﴿ সুফিয়ায়ে কেরামগণ বলেন, আল্লাহ উদাসীনকে দুনিয়াতে হাসায়, আখিরাতে কাঁদাবে। অথবা কিয়ামতের দিন জান্নাতীকে হাসাবে, জাহান্নামীকে কাঁদাবে। অথবা মেঘকে কাঁদিয়ে বাগানকে হাসায়। অথবা নিষ্ঠাবানকে সুসংবাদ দিয়ে হাসায়, ভয় দেখিয়ে কাঁদিয়ে দেয়। আরেফীনদের হৃদয়কে হাসায়, চোখকে কাঁদিয়ে দেয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৫৮)

﴾৫﴿ আদ জাতি দুটি: প্রথম আদ জাতি যাদের নবী ছিলেন হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام। হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর পর দ্রুত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা তারাই প্রথম ধ্বংস হয়েছিল। এরা আদ ইবনে ইরমের বংশধর ছিল। দ্বিতীয় আদ জাতি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগে ছিল যাদের সাথে তিনি আরীহা নামক স্থানে যুদ্ধ করেছিলেন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৫৮)

﴾৬﴿ কুরআন শুনে কাঁদা মাহবুবদের অভ্যাস, এর উপর হাসা কাফেরদের লক্ষণ। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

"সূরা আল-ক্বমার" থেকে প্রাপ্ত ২টি সুন্দর কথা

(১) কুরআন শুধু মুখস্থ করার জন্য সহজ, কিন্তু মাসআলা বের করার জন্য সহজ নয়। অন্যথায় এর শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসতেন না এবং আল্লাহ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কুরআন শেখাতেন না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৩৬)

(২) প্রত্যেক যুগে এত সংখ্যক মানুষের কুরআন হিফয করা ফরয, যার দ্বারা কুরআন শরীফের তাওয়াতুর (অবিচ্ছিন্নতা) বজায় থাকে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সূরা আর-রহমান" থেকে প্রাপ্ত ৪টি সুন্দর কথা

(১) আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়াতেও আল্লাহর নৈকট্যের সম্মান (কুরবে হুযূরী) অর্জিত ছিল। তিনি ইরশাদ করেছেন: আমি আমার রবের দরবারে রাত কাটাই, তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান। (বুখারী, ১/৬৪৬, হাদিস: ১৯৬৫)

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৩৮)

(২) দয়ালু শিক্ষক সৌভাগ্যবান ছাত্রকে সবকিছু শিখিয়ে দেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৩৮)

(৩) জান্নাতে সকলেই মুত্তাকী হবে, কিন্তু তাদের মধ্যেও পর্দা থাকবে। পর্দা আল্লাহর এমন এক নেয়ামত যা জান্নাতেও থাকবে। বরং জান্নাতের ঘরবাড়ি, দেয়াল শুধু পর্দার জন্যই হবে, চোর থেকে রক্ষা বা ঠাণ্ডা, গরম, বৃষ্টি ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য নয়, কারণ সেখানে এগুলো থাকবে না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬০)

www.dawateislami.net

(৪) উত্তম অভ্যাস উত্তম চেহারা থেকে শ্রেষ্ঠ। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সূরা আল-ওয়াকিয়া" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা

❁ আল্লাহর অত্যন্ত নেক বান্দাদের (মুকাররাবীন) কে আমলনামা দেওয়া হবে না, ডান হাতেও নয় বাম হাতেও নয়, তাদের কোন হিসাব নেই। একইভাবে শিশুরা, যাদের কোন আমল নেই, তারা হলো ওইসব লোক যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৪৫)

"সূরা আল-হাদীদ" থেকে প্রাপ্ত ৭টি সুন্দর কথা

(১) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথম সৃষ্টি এবং শেষে প্রকাশিত হয়েছেন। নূরে মুহাম্মদী সকলের উপর প্রকাশিত, মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাকীকত পর্যন্ত কোনো বুদ্ধির পৌঁছানো সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চেনেন ও জানেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬১)

(২) সাধারণ মানুষের সাথে আল্লাহর জ্ঞান ও কুদরত রয়েছে, খাস মানুষের সাথে তাঁর রহমত এবং শত্রুদের সাথে তাঁর ক্রোধ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৪৬)

(৩) হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ই সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সবার আগে আল্লাহর পথে দান করেছেন, সবার আগে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমত করেছেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬১)

(৪) কর্জে হাসানাহ হলো যা সানন্দে দেওয়া হয়, ঋণগ্রহীতা থেকে কোন লাভ নেওয়া হয় না এবং তাগাদা করা হয় না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৪৭)

www.dawateislami.net

(৫) বান্দা ও মুনিবের মধ্যে লাভ সুদ নয়। আল্লাহ ঋণের উপর বেশি প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৪৭)

(৬) মুমিনের দুনিয়াতে, মৃত্যুর সময়, কবরে, হাশরের ময়দানে আরাম, আনন্দ ও সুখ তার আমলের আসল প্রতিদান নয়। আসল প্রতিদান اِنْ شَآءَ الله জান্নাত, যা এই সবকিছুর পরে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৪৭)

(৭) হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام জান্নাত থেকে লোহার পাঁচটি সরঞ্জাম এনেছিলেন: আহরান (লোহার যে বাট দিয়ে কামার লোহা পিটায়), হাতুড়ি, সুঁই, কোদাল, লাগন (বড় থালা, তাশলা)।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সূরা আল-মুজাদালাহ" থেকে প্রাপ্ত ১৪টি সুন্দর কথা

(১) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত তাঁর বাঁদি ও গোলাম, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে আরজি ও নিবেদন করতে পারে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫১)

(২) স্ত্রীকে মা বলা পাপ, কিন্তু এই শব্দ দ্বারা তালাক হয় না।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৬৫১)

(৩) যখন শাসক নিজেই ঘটনার সাক্ষী হন, তখন অপরাধীর রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫২)

(৪) এই ধারণা যে আল্লাহ আমার সাথে আছেন, তা তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের মূল ভিত্তি। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫২)

(৫) দুনিয়া ও কবরে সম্পূর্ণ হিসাব হতে পারে না, কারণ বান্দা কিছু আমল করে ফেলেছে এবং কিছু করা বাকি আছে। কবরে চলমান আমলসমূহের কিছু সাওয়াব আসা বাকি আছে। তাই হিসাবের জন্য

www.dawateislami.net

কিয়ামতের দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই দিনই সবাইকে সকল আমলের খবর দেওয়া হবে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫২)

﴾৬﴿ মুসলমানদের নির্জনতাও জনসমাবেশের মত পবিত্র হওয়া উচিত। একাকীত্বেও রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব ও সম্মান বজায় রাখতে হবে। সেই আলেমকে মুবারকবাদ, যিনি তার একাকীত্বে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী নিয়ে চিন্তা করেন। সে হতভাগা যার সময় রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি (مَعَاذَ الله) অবমাননা করার চিন্তায় করে কাটে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬৩)

﴾৭﴿ তাওয়াক্কুল দুই প্রকার: তাওয়াক্কুলে আম (সাধারণ তাওয়াক্কুল), তাওয়াক্কুলে খাস (বিশেষ তাওয়াক্কুল)। উপকরণ ত্যাগ করে আল্লাহর উপর দৃষ্টি রাখা তাওয়াক্কুলে খাস। উপকরণের সাথে সম্পর্ক রেখে উপকরণের স্রষ্টা (অর্থাৎ আল্লাহ পাক) এর প্রতি দৃষ্টি রাখা তাওয়াক্কুলে আম। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫৩)

﴾৮﴿ বুযুর্গদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া, তাদের সম্মান করা মসজিদেও জায়েয, বরং সুন্নাত। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫৩)

﴾৯﴿ মুসলমান ভাইয়ের সম্মান আল্লাহ পাকের অত্যন্ত প্রিয়। এর উপর পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫৩)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের আদব

﴾১০﴿ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আরজি পেশ করার পূর্বে সদকা করার ওয়াজিব হওয়ার হুকুম মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে, তবে ইস্তিহবাব (পছন্দনীয়তা) বাকি আছে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ: ৬৫৩ সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

﴿১১﴾ আল্লাহর কাছে আরজি নিবেদন করতে হলে অর্থাৎ নামায পড়তে হলে শুধু ওযু যথেষ্ট, কিন্তু আল্লাহর প্রিয়জনের কাছে কিছু আরজ করতে হলে সদকা দেওয়া ওয়াজিব ছিল (তবে এখন এই হুকুম নেই)। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কথা বলাও উচ্চমানের ইবাদত। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫৩)**

﴿১২﴾ কিছু বুযুর্গকে দেখা গেছে যে, তারা মদীনা মুনাওয়ারাতে উপস্থিতির পর হঠাৎ করেই পাপ ছেড়ে দেন এবং বড় মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়ে যান। তারা বলেন যে, এই তাকওয়া সেই উপস্থিতির নেয়ামতের শুকরিয়া। এমন লোকেরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল। এই যিয়ারতকারীদের চোখের যিয়ারতও ইবাদত। কবিতা:

جِنہاں اکھیاں دلبر ڈِٹھا اوہ اکھیاں تک لئیاں
توں ملئیں تاں ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں

জিনহাঁ এখিয়াঁ দিলবর ঢিঢাহ ওয়াহ এখিয়াঁ তক লায়ইয়াঁ
তোঁ মিলইয়ে তাঁ সাজান মিলইয়াঁ হিন আ-সাঁ লাগ পাইয়াঁ

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬৩)

﴿১৩﴾ নিজের পাপ অস্বীকার করা বা মিথ্যা অজুহাত দেওয়া দ্বিগুণ পাপ। পাপ স্বীকার করা ইবাদত। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫৪)**

﴿১৪﴾ একজন পূর্ণ মুমিনের লক্ষণ হল, তার হৃদয় কাফেরদের প্রতি ঝুঁকে না এবং তাদের সাথে কোনভাবেই ভালোবাসা থাকে না। তার পিতামাতা, ভাই-বোন কাফের হলেও তার হৃদয়ে তাদের প্রতি ভালোবাসা থাকে না। আল্লাহর ভালোবাসা হৃদয়ে দ্বীনের শত্রুদের ভালোবাসা আসতে দেয় না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

"সূরা আল-হাশর" থেকে প্রাপ্ত ৪টি সুন্দর কথা

(১) মুমিনের পরিচয় হল যে, সে সকল সাহাবী ও আহলে বায়তের প্রতি সুধারণা রাখে এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। যার হৃদয়ে কোন সাহাবীর প্রতি শত্রুতা (অর্থাৎ বিদ্বেষ) রয়েছে সে মুমিন নয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫৭)

(২) আল্লাহর ভয় চার প্রকার: পাপ করার জন্য শাস্তির ভয়, নেকী করে কবুল না হওয়ার ভয়, তাঁর মহিমা থেকে ভয়, তাঁর ওয়াদা লঙ্ঘনের ভয় অথবা শুধুমাত্র ভয়ে ভীত হওয়া। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫৮)

(৩) এক মুহূর্তের চিন্তা অনেক যিকিরের চেয়ে উত্তম। তবে চিন্তা বলতে বোঝায় চিন্তা করা। আল্লাহ পাকের মহিমা, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা, নিজের পাপ নিয়ে চিন্তা করা, এটাই মোরাকাবা (অর্থাৎ সবকিছু ছেড়ে আল্লাহর দিকে মন নিবদ্ধ করা) এর মূল ভিত্তি।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫৯, সংক্ষেপিত)

দীদারে ইলাহী ও রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শক্তি

(৪) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কলব মুবারক পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী ও মজবুত। কারণ আল্লাহর ভয়, আল্লাহর রহস্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার পরও নিজের অবস্থানে অটল ছিলেন। তূর পাহাড় আল্লাহর তাজাল্লি সহ্য করতে পারেনি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং আল্লাহর সত্তার দর্শন লাভ করেছেন, চোখের পলকও ফেলেননি। যেমন কুরআনে করীমে রয়েছে:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿۱۷﴾

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে। (পারাঃ ২৭, সূরা আন-নাজম, আয়াতঃ ১৭) (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সূরা আল-মুমতাহিনা" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা

❁ দোয়ার মধ্যে বারবার "رَبَّنَا" বলা ভালো। মনে রাখা উচিত যে, গুনাহগাররা গুনাহ থেকে তাওবা করে এবং কিছু নেককার নেকী করার পর তাওবা করে এই বলে যে, হে আল্লাহ! তোমার দরবারে এই নেকী উপযুক্ত হয়নি। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬৬০)

"সূরা আস-সাফ" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা

❁ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর সেই সৃষ্টিকর্ম যে, আল্লাহর কুদরতের হাতও তাঁর উপর গর্ব করে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৩)

"সূরা আল-জুমুআহ" থেকে প্রাপ্ত ৯টি সুন্দর কথা

(১) "قُدُّوْس" তিনিই যিনি প্রতিটি ত্রুটি থেকে এতটাই পবিত্র যে, কোনো ত্রুটি তাঁর দরবার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, তাঁর মিথ্যা বলা স্বীয় সত্তায় অসম্ভব। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৪)

(২) ঈমান ও আমল পবিত্রতার কারণ, তবে হৃদয়ের পবিত্রতা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টিতে পাওয়া যায়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৪)

(৩) কুরআন ও হাদিস সহজ নয় যে, যে কেউ শুধু নিজের বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে পারবে। অন্যথায় সেগুলোর শিক্ষার জন্য প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রেরিত হতেন না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৪)

www.dawateislami.net

﴾৪﴿ স্বপ্নে আল্লাহ পাক বা আলম-এ-মালাকুত (গোপন জগত) দেখা মেরাজ নয়। মেরাজ শুধু নবীদের জন্য খাস এবং নবী আল্লাহর জন্য খাস। কিছু বুযুর্গ আল্লাহ বা জান্নাত ইত্যাদি দেখেছেন, কিন্তু তারা নবী হতে পারেন না এবং তাদের দেখা মেরাজও বলা যায় না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৪)

﴾৫﴿ হেদায়েত ও ঈমান বা সাহাবীত্ব আল্লাহর অনুগ্রহে নসীব হয়, অথবা স্বয়ং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর মহান অনুগ্রহ। তাঁর গোলামী সৌভাগ্যবানদের নসীব হয়ে থাকে। কবিতা:

بَرِیں نازم کہ ہستم اُمّتِ تُو گنہگارم و لیکن خوش نصیبم

বারী নাযাম কেহ হাস্তাম উম্মতে তু গুনাহগারম ও লেকিন খুশ নসীবম

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬৬)

অনুবাদ: আমি শুধু এই বিষয়ে গর্বিত যে আমি প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত। যদিও আমি গুনাহগার, কিন্তু (হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম হওয়ার কারণে) সৌভাগ্যবান।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬৬)

﴾৬﴿ কিছু মুমিনের মৃত্যুর ভয় হয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬৬)

﴾৭﴿ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যুগে জুমার নামাযের খুতবার সময় শুধু একটি আযান দেওয়া হতো। হযরত সিদ্দীকী ও ফারুকী যুগেও এমনই ছিল, কিন্তু উসমানী যুগে আরেকটি আযান বাড়ানো হয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৫)

﴾৮﴿ জুমার দিনের আরবি নাম ছিল "আরুবা"। কা'ব ইবনে লুয়াই এর নাম জুমা রাখেন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৫)

www.dawateislami.net

(৯) জুমার খুতবা বরং প্রতিটি খুতবা দাঁড়িয়ে পাঠ করা সুন্নাত। জুমার খুতবার মাঝে বসাটাও সুন্নাত। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সূরা আল-মুনাফিকূন" থেকে প্রাপ্ত ৭টি সুন্দর কথা

(১) বেশি কসম খেয়ে নিজের মুমিন হওয়ার প্রমাণ দেওয়া মুনাফিকদের কাজ। মুমিনের এটির প্রয়োজন নেই, লোকেরা তাকে কসম ছাড়াই মুসলমান হিসেবে জানে ও মানে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬৬)

(২) দোয়া করানো এক জিনিস আর দোয়া নেওয়া অন্য জিনিস। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে দোয়া নিতেন আর মুনাফিকরা কখনো কখনো লোক দেখানোর জন্য রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বারা দোয়া করাতো।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬৭)

(৩) প্রত্যেক মুমিন সম্মানিত। কোনো মুসলিম জাতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বা তাকে নিচু (নগণ্য) বলা হারাম। মুমিনের সম্মান ঈমান ও নেক আমল দ্বারা, টাকা-পয়সা দিয়ে নয়। মুমিনের সম্মান স্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী নয়। তাই মুমিনের মৃতদেহ ও কবরেরও সম্মান রয়েছে। যে মুমিনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সে আল্লাহর কাছে তুচ্ছ। গরীব মিসকীন মুমিন সম্মানিত। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬৭ সংক্ষেপিত)

(৪) না সন্তান-সন্ততিকে ছাড়বে, না আল্লাহর যিকির ছাড়বে। (ফারসি প্রবাদ বাক্য হল:) "দস্ত বেকার, দিল বেয়ার" (অর্থাৎ হাত কাজে ব্যস্ত থাকবে আর অন্তর আল্লাহর স্মরণে)। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৭)

www.dawateislami.net

﴾৫﴿ সুফিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন যে, সর্বদা তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রাখো, যখন প্রাণ বের হবে তখন যেন আল্লাহর যিকিরের মধ্যেই বের হয়। ভেজা কাঠকে আগুন জ্বালায় না, ভেজা জিহ্বাকে জাহান্নামের আগুন জ্বালাবে না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৭)

﴾৬﴿ সুফিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মতে, আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি জিনিস থেকে আল্লাহর জন্য খরচ করা উচিত। কিছু শ্বাস আল্লাহর জন্য, কিছু কদম আল্লাহর জন্য চলা উচিত, কিছু দৃষ্টি আল্লাহর জন্য পড়া উচিত, কিছু কথা আল্লাহর জন্য বলা উচিত।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৭)

﴾৭﴿ হাদিস শরীফে এসেছে যে, সুস্থ অবস্থায় সদকা ও খয়রাতের সাওয়াব মৃত্যুর সময় সদকা করার চেয়ে দ্বিগুণ। (বুখারী, ১/৪৭৯, হাদিস: ১৪১৯ উদ্ধৃত)

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সূরা আত-তাগাবুন" থেকে প্রাপ্ত ৪টি সুন্দর কথা

﴾১﴿ মানুষের আকৃতি বিকৃত করা হারাম। অতএব, নাক-কান কাটা, মুখে ছাই ইত্যাদি মেখে আকৃতি বিকৃত করা, পুরুষদেরকে নারীর আকৃতি বা নারীদেরকে পুরুষের আকৃতি তৈরি করা হারাম। আল্লাহ যে আকৃতি দিয়েছেন সেটাই সুন্দর। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৭)

﴾২﴿ নেক আমলের বরকতে মন্দ অভ্যাসও দূর হয়ে যায় এবং বিগত গুনাহসমূহও ক্ষমা হয়ে যায়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৮)

﴾৩﴿ যে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিরা আল্লাহ পাকের আনুগত্য, নামায, হজ্ব, হিজরত থেকে বিরত রাখে, তারা আমাদের শত্রু। তাদের কথা মানা উচিত নয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৬৯)

www.dawateislami.net

(৪) সানন্দে খয়রাত করাকে 'কর্জে হাসানা' বলা হয়। যেহেতু এর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যাবে, তাই এটা যেন ঋণ এবং যেহেতু প্রতিদান খরচের চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যাবে, তাই এটা 'হাসান' (সুন্দর)। কখনো এই ঋণকেও 'হাসানা' বলা হয় যা মাফ করে দেওয়া হয়েছে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সূরা আত-তালাক্ব" থেকে প্রাপ্ত ২টি সুন্দর কথা

(১) পুরুষদের ইদ্দতের হিসাব (গণনা) রাখা উচিত, কারণ নারীরা হিসাবে দুর্বল হয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৭০)

(২) ঈমান হল সকল ইসলামী আকীদা অন্তর থেকে মেনে নেওয়া। নবুওয়াত ছাড়া শুধু তাওহীদ মানা জাহান্নামের পথ। শয়তান মুশরিক নয়, সে পাক্কা মুওয়াহহিদ (একত্ববাদী) কিন্তু জাহান্নামী। (কারণ সে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর নবুওয়াত অস্বীকারকারী।)

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৭২, ভাবার্থ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সূরা আত-তাহরীম" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা

❁ শপথের কাফফারা শুধুমাত্র এই দ্বীন (অর্থাৎ ইসলাম) এ আছে। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে এটা ছিল না। এই কারণেই আল্লাহ পাক হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام কে কাফফারা দেওয়ার নির্দেশ দেননি, বরং শপথ পূরণ করার কৌশল বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঝাড়ুর কাঠি দিয়ে মারবেন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৬৮)

www.dawateislami.net

"সূরা আল-মূলক" থেকে প্রাপ্ত ২টি সুন্দর কথা

(১) দুনিয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আমলের প্রতি আগ্রহী হবে যার জন্য সে সৃষ্টি হয়েছে, এটাই নিয়ম। কুদরত এটাও যে, সারা জীবনের পাপী ও কাফেরকেও ঈমানের উপর শেষ বিদায় করে জান্নাতী বানিয়ে দেয়, যেমন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর যাদুকররা।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৭৫)

খোদাভীতির অনন্য উদাহরণ

(২) হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পবিত্র বুক থেকে ভাজা কলিজার সুবাস আসতো। তাঁর কলিজা আল্লাহর ভয়ে ভাজা হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাহাজ্জুদের নামাযে এত কান্না করতেন যে, তাঁর পবিত্র বুক থেকে হাঁড়ি ফোটার মতো আওয়াজ আসতো। এই হল আল্লাহর ভয়! আল্লাহ পাক এই পবিত্র ও সত্যবাদীদের উসিলায় আমাদের মতো পাপীদেরকেও তাঁর ভয় নসীব করুক, اٰمِین। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৭৬)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

"সূরা আল-ক্বলাম" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা

❁ আল্লাহ পাক "سَتَّارُ الْعُیُوْبْ" (দোষ গোপনকারী), কিন্তু যে তাঁর প্রিয়জনকে দোষারোপ করে, আল্লাহ তার গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেন। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৭৮)

www.dawateislami.net

"সূরা আল-মাআরিজ" থেকে প্রাপ্ত ৬টি সুন্দর কথা

(১) নামাযের পাবন্দি করা অতি উত্তম, পড়ে ছেড়ে দেওয়া মন্দ। যদি কেউ তাহাজ্জুদ শুরু করে, তবে সর্বদা যেন পড়ে। আল্লাহ পাক মুমিন বান্দাকে নামাযের বরকতে দুনিয়াবী ত্রুটি, লোভ, লালসা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করবেন। নামায একটি অত্যন্ত প্রিয় ইবাদত।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭১, সংক্ষেপিত)

(২) সবরে জমিল (সুন্দর ধৈর্য) হল যা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। এই ধৈর্যের উপরই পুরস্কার মিলবে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৮৩)

(৩) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঈমান ও ভালোবাসার চোখে দেখা মুমিন ও সাহাবী বানিয়ে দেয়। বিদ্বেষ ও শত্রুতার চোখে দেখা কুফরের কারণ। চোখ একটি, কিন্তু এর দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। মাকে দেখার এক দৃষ্টি, স্ত্রীকে দেখার অন্য দৃষ্টি, তেমনি সন্তান ও পিতা এবং বন্ধুদের দেখার জন্য আলাদা আলাদা দৃষ্টি। সুতরাং, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখার জন্য সিদ্দীকী (সত্যবাদী) দৃষ্টি প্রয়োজন, আবু জাহেলী দৃষ্টি ক্ষতিকারক। দূরবীন দিয়ে দূরের জিনিস এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ছোট জিনিস দেখা যায়। একইভাবে মাহবুবের দৃষ্টি দিয়ে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখা যায়। মাওলানা (রূম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কতই না সুন্দর বলেছেন:

دِیدۂ مَجنوں اگر بُودے تُرا جملہ عالَم بے خبر بُودے تُرا

দিদাহ মাজনু আগার বুদে তুরা জুমলা আলম বে খবর বুদে তুরা

অনুবাদ: যদি তোমার কাছে মজনুর চোখ থাকত, তবে তোমার দৃষ্টিতে সমস্ত মহাবিশ্বের কোনো গুরুত্বই থাকত না।

www.dawateislami.net

অতঃপর এই দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করার জন্য মমিরা (দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ করার ঔষধ) এবং সুরমার প্রয়োজন। এই দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করার জন্য আউলিয়ায়ে কেরামের দরজার ধুলো হলো এক্সির (মহৌষধ)। কবিতা:

سرمہ کن در چشمِ خاک اولیاء تابہ بینی از ابتداء تا انتہاء

সুরমা কুন দর চশমে খাক আউলিয়া তাবাহ বিনী আয ইবতিদা তা ইন্তেহা

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, ৬৮৪ পৃ:)

(৪) যখন হেদায়েত নসীবে থাকে না, তখন নবীর সংস্পর্শ থেকেও তা পাওয়া যায় না। নবীর সংস্পর্শ রহমতের বৃষ্টিস্বরূপ। বৃষ্টি সেই বীজকেই অঙ্কুরিত করবে যা বপন করা হয়েছে। বৃষ্টি কাঁটাদার গাছকে ফলদায়ক করতে পারে না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭১)

(৫) কথা হৃদয়ে তখনই প্রভাব ফেলে যখন বক্তার সম্মান হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। কাফেরদের হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ছিল না, তাই তারা উপদেশ থেকে উপকৃত হতে পারেনি। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথম প্রচারে প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, বলেছিলেন: "আমি তোমাদের মধ্যে কেমন?"

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭১)

(৬) বছরে তিনশত ষাটটি পূর্ব দিক এবং ততগুলোই পশ্চিম দিক রয়েছে। কারণ প্রতিদিন সূর্য নতুন স্থানে উদিত ও অস্তমিত হয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

"সূরা নূহ" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা

❁ সৎকর্মশীলদের সঙ্গ থেকে পালিয়ে যাওয়া বঞ্চিত হওয়ার লক্ষণ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৮৫)

"সূরা আল-জিন" থেকে প্রাপ্ত ২টি সুন্দর কথা

(১) জিনদের আশ্রয় নেওয়া হারাম, কারণ এতে তাদের বিদ্রোহ বেড়ে যায়। নবী ও ওলীদের সাহায্য নেওয়া জায়েয, কারণ এই বুযুর্গদের মধ্যে এর দ্বারা অহংকার সৃষ্টি হবে না। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭২)

(২) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে হয়তো তারা (উল্কা) একেবারেই ভেঙ্গে পড়ত না বা খুব কম ভেঙ্গে পড়ত, আর শয়তানদের আসমানে যাওয়া বন্ধ ছিল না। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের পর জিনদেরকে আসমান থেকে বাধা দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের ফলে জগতে বিপ্লব ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরশ ও আরশের নিচে সবকিছুর বাদশাহ করে পাঠানো হয়েছিল। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭২)

"সূরা আল-মুজ্জাম্মিল" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা

❁ ইসলামের শুরুতে তাহাজ্জুদের নামায ওয়াজিব বা ফরজ ছিল।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭৩)

"সূরা আল-মুদ্দাসসির" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা

❁ জাহান্নামের ভয়ে মানুষ ঈমান, তাকওয়া ও মারিফত (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) গ্রহণ করে। এই ভয়ই মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭৩)

www.dawateislami.net

"সূরা আদ-দাহর" থেকে প্রাপ্ত ৫টি সুন্দর কথা

(১) নিজের পছন্দের খাবার দান করা উচিত। এই কারণেই ফাতেহায় মৃতের পছন্দের খাবার খয়রাত করা হয়। এছাড়া নিজের জীবন ও সুস্থ অবস্থায় খয়রাত করা হয় যখন নিজেরও প্রয়োজন থাকে, সুস্থতার সদকা উত্তম। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭৪)

(২) কিছু আলেম ও মাশায়েখ তাদের ছাত্র ও মুরিদদের কাছ থেকে কোনো দুনিয়াবী প্রতিদানের আশা রাখেন না। তারা বলেন: জ্ঞান হল রুহানী খাদ্য, এর খয়রাতও শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত। তবে ছাত্র ও মুরিদের জন্য শুকরিয়া ও খেদমত করা আবশ্যক, এহসানের প্রতিদান এহসান। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭৪)

(৩) ধৈর্য চার প্রকারের: (১) আনুগত্যে ধৈর্য, (২) পাপ থেকে বিরত থাকায় ধৈর্য, (৩) প্রথম আঘাতের উপর ধৈর্য, (৪) বিপদাপদে ধৈর্য। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইতের মধ্যে এই চার প্রকার ধৈর্য পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৮৭৫)

(৪) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মজলিসগুলো বৃত্তাকার হতো, কারণ সেগুলো জান্নাতী মজলিস ছিল। এখনও যিকির, ওয়াজ, খাবারের মজলিসগুলো গোলাকার হওয়া উচিত, যাতে সেই পবিত্র মজলিসগুলোর অনুকরণ হয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৯৬)

(৫) আল্লাহর পথ হল সেই আকীদা বা শারীরিক ও আত্মিক আমলসমূহ যার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যায়। এই পথের নিদর্শন হলেন নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام ও ওলীগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام। যে দ্বীনে আউলিয়ায়ে কেরাম

www.dawateislami.net

রয়েছেন, সেটাই আল্লাহর পথ। এই কারণেই হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তানরা আরজ করেছিলেন:

نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমরা ইবাদত করবো তাঁরই, যিনি খোদা হন আপনার এবং আপনার পিতামহ ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাকের। (পারা: ১, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৩)

তারপর পথ দুটি: একটি খোলা যা সোজা, অন্যটি সংকীর্ণ গলি। প্রথমটিকে শরীয়ত এবং দ্বিতীয়টিকে তরীকত বলে। "শরীয়ত" এর উপর যে কেউ সহজেই চলতে পারে, কিন্তু দেরিতে পৌঁছে। "তরীকত" এর উপরে শুধুমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে যাওয়া যায়, কিন্তু দ্রুত পৌঁছে দেয়। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃ:৬৯৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

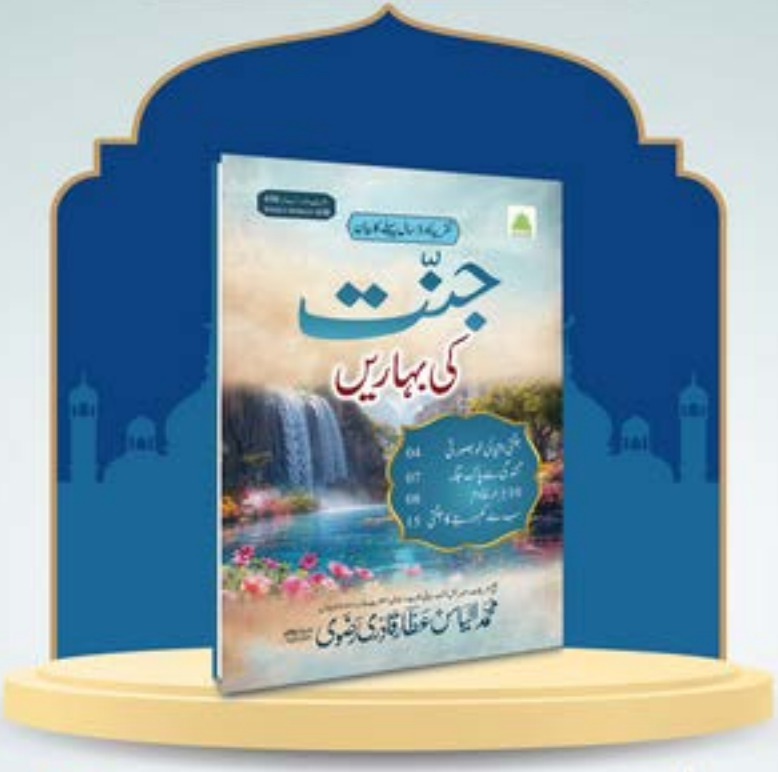
www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া:.....১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
"সূরা আত-তূর" থেকে প্রাপ্ত ৩টি সুন্দর কথা.....২
"সূরা আন-নাজম" থেকে প্রাপ্ত ৬টি সুন্দর কথা.....২
"সূরা আল-ক্বমার" থেকে প্রাপ্ত ২টি সুন্দর কথা.....৪
"সূরা আর-রহমান" থেকে প্রাপ্ত ৪টি সুন্দর কথা.....৪
"সূরা আল-ওয়াকিয়া" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা.....৫
"সূরা আল-হাদীদ" থেকে প্রাপ্ত ৭টি সুন্দর কথা.....৫
"সূরা আল-মুজাদালাহ" থেকে প্রাপ্ত ১৪টি সুন্দর কথা.....৬
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের আদব.....৭
"সূরা আল-হাশর" থেকে প্রাপ্ত ৪টি সুন্দর কথা.....৯
দীদারে ইলাহী ও রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শক্তি.....৯
"সূরা আল-মুমতাহিনা" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা.....১০
"সূরা আস-সাফ" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা.....১০
"সূরা আল-জুমুআহ" থেকে প্রাপ্ত ৯টি সুন্দর কথা.....১০
"সূরা আল-মুনাফিকূন" থেকে প্রাপ্ত ৭টি সুন্দর কথা.....১২
"সূরা আত-তাগাবুন" থেকে প্রাপ্ত ৪টি সুন্দর কথা.....১৩
"সূরা আত-তালাক্ব" থেকে প্রাপ্ত ২টি সুন্দর কথা.....১৪
"সূরা আত-তাহরীম" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা.....১৪
"সূরা আল-মূলক" থেকে প্রাপ্ত ২টি সুন্দর কথা.....১৫
খোদাভীতির অনন্য উদাহরণ.....১৫
"সূরা আল-ক্বলাম" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা.....১৫
"সূরা আল-মাআরিজ" থেকে প্রাপ্ত ৬টি সুন্দর কথা.....১৬
"সূরা নূহ" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা.....১৮
"সূরা আল-জিন" থেকে প্রাপ্ত ২টি সুন্দর কথা.....১৮
"সূরা আল-মুজ্জাম্মিল" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা.....১৮
"সূরা আল-মুদ্দাসসির" থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দর কথা.....১৮
"সূরা আদ-দাহর" থেকে প্রাপ্ত ৫টি সুন্দর কথা.....১৯

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net